OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 53 - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রিজিয়া রহমানের ছোটগল্পে দাম্পত্য সংকট

ড. মহর্ষি সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sarkarmaharshi@gmail.com
0009-0009-8480-8691

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Conjugal Crisis, Rizia Rahman, Modern Realism, Domestic Fiction, Psychological Nuance, Marital Dynamics, Contemporary Society, Short Stories.

Abstract

This academic proposition investigates the evolving trajectory of the short story genre in Bangladesh, focusing specifically on the distinguished contributions of Rizia Rahman (b. 1939). Renowned for her artistic finesse and meticulous precision, Rahman establishes human life as the core essence of her creative prose. Her narratives are deeply anchored in modern realistic artistic concepts, actively capturing the intricate complexities, conflicts, and grievances inherent in everyday human experiences. Central to her literary foundation is a profound exploration of conjugal and marital relationships between men and women, an element that has become indispensable to contemporary modern prose. By employing advanced aesthetic techniques, Rahman constructs a diverse framework of artistic consciousness to vividly depict the underlying domestic crises and psychological dynamics that define modern life.

The primary objective of this study is to analyze how Rahman transcends the conventional boundaries of marital discourse to map out the true crisis of conjugal relationships. While she addresses highly familiar tropes of domestic disruption, such as the intrusion of a third party within a marriage, her fiction extensively explores numerous other structural and emotional factors that drive relational decay. By examining a selected corpus of her short stories, this research aims to systematically observe the complex movements of the human psyche. The scope of this exploration extends beyond the explicitly fractured bonds of deteriorated marriages, delving deeply into the profound, latent psychological mysteries that exist within seemingly happy couples. Through a rigorous textual analysis, this study attempts to peel back the deceptive external veneers of respectability and social stability to uncover the authentic, raw inner dynamics operating between men and women.

Furthermore, this investigation demonstrates how these localized, domestic tensions serve as a micro-cosmic reflection of the broader socio-historical milieu. As the internal relationships of her characters unfold, a vivid and compelling portrait of contemporary society simultaneously emerges. Consequently, this paper posits that Rahman's short stories operate not merely as individual narratives of domestic discord, but as vital socio-cultural

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

testaments written within the specific socio-historical context of contemporary Bangladesh. Ultimately, this abstract outlines a comprehensive framework for evaluating Rizia Rahman's nuanced realism, highlighting her capacity to transform the crisis of conjugal relationships into a profound aesthetic commentary on the modern human condition.

Discussion

এক

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ক্রমবিকাশমান ধারায় রিজিয়া রহমান (জন্ম-১৯৩৯) একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার। তাঁর গল্পে মানবজীবন অত্যন্ত নিখুঁত ও শিল্পসম্মতভাবে বিকাশ লাভ করেছে। জীবন যে প্রকৃতপক্ষে কথাসাহিত্যের প্রাণ, এই বোধটি সব কথাশিল্পীর মধ্যেই জীবন্ত থাকে। গল্পকার রিজিয়া রহমানের মধ্যেও তা বর্তমান ছিল। তাই তাঁর গল্পগুলি প্রধানত চলতি জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, লোভ-ক্ষোভ, পাপ-তাপ, জটিল-কুটিল নানা ঘটনা, নানা বিষয়ের উপস্থাপনায় আধুনিক বাস্তববাদী শিল্প ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রিজিয়া রহমানের গল্পে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান আধুনিক কথাশিল্পে তা অপরিহার্য বিষয়। আর আধুনিক জীবনকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যেই নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক ও সংকটকে নন্দনতাত্ত্বিক কলাকৌশলে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। শিল্প চৈতন্যের নানাদিক দিক থেকে রিজিয়া রহমান তাঁর গল্পের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন।

দুই

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এক পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও এক তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি - দাম্পত্য সংকটের এই অতিপরিচিত ছবিকে কেন্দ্র করে ছোটগল্পকার রিজিয়া রহমান যেমন গল্প লিখেছেন, তেমনি এই চেনা ছবির বাইরেও যে আরও অসংখ্য কারণ রয়েছে তা নিয়েও গল্প লিখেছেন। তারই কয়েকটি নিদর্শন নিয়ে আমরা মানব মনের জটিল গতিবিধিকে দেখার চেষ্টা করব। তবে শুধুমাত্র নষ্ট দাম্পত্যের ছিন্ন বন্ধনের ছবিই নয়, আপাত সুখী দম্পতির গভীর মনের বিচিত্র রহস্যকেও অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে। দাম্পত্য সম্পর্কের বহিরঙ্গের আবরণকে উন্মোচিত করে খুঁজে আনার চেষ্টা করা হবে নারী-পুরুষের ভিতরের আসল সম্পর্ককে। একই সঙ্গে আমাদের সামনে উঠে আসবে সমকালীন সমাজচিত্রও। আর সেই জন্যই সমকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে লেখা রিজিয়া রহমানের বেশ কিছু ছোটগল্প নিয়ে আমাদের এই প্রস্তাবনা।

প্রথমেই যে ছোটগল্পটির নাম করা যায় সেটি হল ‘গ্রহান্তরে’। মননধর্মী এই ‘গ্রহান্তরে’র আখ্যানটি বেশ আকর্ষণীয়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এক দম্পতির মধ্যে ইগো, আদর্শগত মতভেদ, জীবনে প্রতিষ্ঠার পথে জয়লাভের জন্য মরণপণ সংগ্রাম, পারস্পরিক মান-অভিমান, আবেগ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অহংকার, একাকীত্বের উপস্থিতি, আর এসবের মধ্যেই কোনও এক দ্বিতীয় নারীর আগমন - এটিই এই গল্পের মূল বিষয়।

গল্পে দেখা যায় রোখসানা হাবীব নামে এক উচ্চশিক্ষিত, স্মার্ট এবং নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত রমণীকে। বিদেশি কালচারের সঙ্গে পরিচিত রোখসানা হাবীব তাঁর সন্তানদেরও আধুনিক করে গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পারেননি তাঁর স্বামী হাবীবকে সেইভাবে গড়ে তুলতে। পেশায় সাংবাদিক ও কবি হাবীব তাঁর আদর্শ নিয়ে নিজের অবস্থানে অটুট থেকেছেন। অতি আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টা কোনও কালেই করেননি। বিয়ের পর কিছুদিন রোখসানা অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন বটে। কিন্তু পারেননি। পারবেন কি করে? “স্ত্রীর ধ্যান-ধারণার প্রতি অবহেলা দেখানোই যেন তার মহত্ত্ব।”[১] আসলে পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের আধিপত্য যে আজও প্রতিষ্ঠিত, নারীকে যথার্থ সম্মান না দিয়ে তার ওপর কর্তৃত্ব দেখানোই যে তাদের পুরুষত্বের প্রধান পরিচয় হাবীবের এই আচরণ যেন সেকথায় আরও একবার মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত স্ত্রী রোখসানার পক্ষে স্বামীর এই কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। আর এখান থেকেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সূত্রপাত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিজেদের ইগো, আদর্শগত মতভেদ, একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার ইঁদুর দৌড়, পারস্পরিক অভিমান, আবেগ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অহংকার, মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এসব নিয়েই চলতে থাকে জীবন। ফলে পাশাপাশি এক ছাদের তলায় থাকলেও মন তাঁদের চলে যায় দূর থেকে আরও দূরে। স্বামীর সাহায্য ছাড়াই রোখসানা এগিয়ে চলে তাঁর নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। কারণ জিততে তাকে হবেই। অন্তত "জীবনের সাকসেসের মাঠে চ্যাম্পিয়ন না হলেও রানার্সআপ"[২] সে হবেই। এই লক্ষ্য নিয়েই সে এগিয়ে চলে আরও সামনের দিকে। হ্যাঁ, রোখসানা হারেনি। নিজের অদম্য ইচ্ছায় ও নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে উঁচু তলায় উঠেছেন। গল্পকারের ভাষায়—

> "জমি কিনে আরকিটেক্টের নক্শায় সুন্দর বাড়ি করেছেন। নিজে চাকরি নিয়ে কেবল কর্মদক্ষতায় অনেক ওপরে উঠেছেন। এ ছাড়া নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হয়েও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ছেলেমেয়েদের বাবার শূন্য আদর্শের ছায়া মাড়াতে দেন নি। মায়ের ইচ্ছার আদর্শে বড় হচ্ছে তারা। রোখসানা হাবীব মনে করেন এতে তারা কোনোদিন হীনমন্যতা বন্দি হবে না। আর হাবীব! নিজের আলাদা জগতে বাস করা সৎ চরিত্রবান আদর্শ পুরুষ এবং রোখসানার নামের শেষের একটি অস্তিত্ব।"[৩]

কিন্তু রোখসানার এই বিপুল সাফল্য মন থেকে মেনে নিতে পারেনি তাঁর স্বামী হাবীব। স্ত্রীর সাফল্য ও গর্ব তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছে। অনুভব করেছে ঈর্ষা। স্বামীর একচ্ছত্র আধিপত্যকে নীরবে মাথা পেতে নেওয়ায় যেখানে প্রচলিত নিয়ম, সেখানে সেই নিয়মকে ভেঙে রোখসানার এই সাফল্য সত্যিই ব্যতিক্রম। আর স্বামী-স্ত্রীর এই সমান অধিকার স্বীকৃত হওয়ার সাথে সাথে সূচনা হল নষ্ট দাম্পত্যের। তারা হয়ে পড়ল একাকী। দাম্পত্য জীবনে নেমে এল গভীর শূন্যতা। রোখসানার সাফল্য বদলে দিল তাদের জীবন। শুরু হল একে অপরকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস। তৈরি হল এক অদ্ভুত রকমের 'সমঝোতা'। ভালোবাসার সম্পর্ক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল পারস্পরিক ইগো, মান-অভিমান, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অহংকারের সম্পর্কে। কাছে থেকেও তারা হয়ে পড়ল সম্পূর্ণ অপরিচিত।

তবে রোখসানার এই অহমিকায় তাঁর 'সৎ চরিত্রবান আদর্শবাদী পুরুষ' হাবীবও যে একদিন চরম আঘাত হানতে পারে, তা রোখসানা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। স্বামী সম্পর্কে তাঁর মনে অটল একটা বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর স্বামী আর যাই হোক অন্য কোনও স্ত্রীলোকে আসক্ত হতে পারে না। কিন্তু রোখসানা হাবীবের এই দৃঢ় বিশ্বাস ভেঙে যেতে সময় লাগেনি। অফিসের পাঁচ তলায় তাঁর আদর্শবাদী স্বামী হাবীব এবং মিসেস লীনা এজাজের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের দৃশ্য দেখে নিমেষের মধ্যে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে যায় রোখসানা। ভেঙে পড়ে দাম্পত্য সম্পর্কের কাঠামো। আঘাত লাগে তাঁর বিশ্বাসে। কারণ তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত এবং স্মার্ট রমণীও বুঝতে পারেননি যে পৃথিবীতে কোনও বিশ্বাসই স্থায়ি নয়। তাই হঠাৎ করে আসা এই আঘাতটা সামলে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় তাঁকে। স্বামীর 'সৎ চরিত্রবান আদর্শবাদী' রূপটি খসে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে। শুরু হয় সন্দেহ, আর সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা। এতদিন যা ছিল অজানা, আজ তার বহিঃপ্রকাশ হল। আর তাঁদের এই দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে দ্বিতীয় এক নারীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল এক তীব্র সংকট। যা থেকে উত্তরণের পথ পাওয়া যথেষ্ট কষ্টকর।

রোখসানার বিশ্বাসে আরও আঘাত লাগে তখন, যখন স্বামী হাবীবের ঘরে টেবিলের খাতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে মিসেস লীনা এজাজের ছবি। শুধু তাই নয়, ডায়রির পাতায় যখন দেখলেন মিসেস এজাজের প্রশস্তি ঝড়ে পড়ছে তখন মনের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের এক তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন রোখসানা। গল্পকারের ভাষায়—

> "রোখসানার চিহ্নমাত্রা নেই। কী অভাবনীয়! চিরদিনের নীরব শান্ত পুরুষটির মনের গতি কোন গ্রহে ছুটছে কর্ম ব্যস্ত রোখসানা তা স্বপ্নেও অনুমান করতে পারেন নি।"[৪]

কারণ তাদের আদর্শগত মতভেদ, রোখসানার সাফল্য তাদের দাম্পত্য জীবনে যেমন একদিকে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল, তেমনি অন্যদিকে বদলে গিয়েছিল তাদের জীবন। কিন্তু সেই শূন্যতা পূরণ করতে দুই সন্তানের জনক হাবীব যে অন্য কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি রোখসানা। এপ্রসঙ্গে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের আশার কথা। আশাও কখনো ভাবতে পারেনি যে তাঁর স্বামী মহেন্দ্র অন্য কোনও নারীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু মহেন্দ্রকে লেখা বিনোদিনীর চিঠি আশার হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রতি যে বিশ্বাস ছিল তাও খসে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে।

যাইহোক, রোখসানা যখন বুঝতে পারল যে তাঁর স্বামী অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট তখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরার মরিয়া প্রয়াস যখন তিনি করতে যাবেন, তৈরি হবেন মানসিক প্রস্তুতির জন্য, ঠিক সেই মুহূর্তে নেমে আসে আরও এক আঘাত। বেজে ওঠে টেলিফোন। ফোনের ওপারে লীনা এজাজের কণ্ঠস্বর। মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীরে বিদ্যুত খেলে যায় রোখসানার। রোখসানার গলার আওয়াজ পেয়ে ফোন খেটে দেয় লীনা। নারী মনের স্বার্থপরতা কুটিল রূপ নিল এবার। চলতে লাগল তাঁর মনের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জটিল-কুটিল নানা দ্বন্দ্ব। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রোখসানা। মিসেস এজাজের বাড়ির উদ্দেশ্যে। স্বামীর অধিকার নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন লীনা এজাজের প্রতি। অপমানিত লীনা এজাজও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন। তিনিও বেশ তীক্ষ্ণভাবে জবাব দিলেন—

> "আপনি মহিয়সী, স্বনাম খ্যাত মহিলা। আপনার কাছে সাধারণ ব্যবহার আশা করা যায় না। তবে শুনে রাখুন, আপনি একটা মানুষকে নিঃস্ব শূন্য করে রেখেছিলেন, আমি সেই শূন্যতা ভরে দিয়ে, তার জীবনে আনন্দ এনেছি। ... হাবীব আমায় ভালবাসে।"[৫]

একথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে রোখসানার চোখে জ্বলে ওঠে প্রতিহিংসার আগুন। বিদ্রুপ করে বসে লীনাকে। কিন্তু সেকথায় কান না দিয়ে লীনা এজাজ জানায়—

> "আপনি এত লেখাপড়া করেছেন। এত দেশ ঘুরেছেন আর এটা জানেন না যে, প্রেমের পিপাসা মানুষের মরণ পর্যন্ত মেটে না। আর একটা সত্যি কথা বলে রাখি, পুরুষ মানুষ ক্যারিয়ার ওম্যানে তৃপ্তি পায় না। সব পুরুষই ফ্লার্টারি পছন্দ করে। যদি সেটায় আর্ট থাকে।"[৬]

লীনার কথায় ক্ষোভে, দুঃখে বাড়ি ফিরে আসে রোখাসানা। অসম্ভব একটা অবসন্নতা গ্রাস করে তাঁকে। ভালো লাগে না কিছুই। স্বামীর অধিকার নিয়ে দাবী জানাতে গিয়ে সে আজ পরাজিত। তাঁর মনে উঁকি দেয় বিচিত্র ভাবনা—

> "কী করবেন তিনি! ডিভোর্সের কেস করবেন! কিন্তু এই বয়সে লোক হাসানোর কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া একটা বাজে মেয়ের কাছে পরাজিত হবার ছাপটা পাকাপাকি করে কীভাবে মুখ দেখাবেন সমাজে, ছেলেমেয়েদের কাছে! তবে কি সত্যিই তিনি ভুল করেছেন? রাগ দুঃখ অপমান ছাড়াও বুকের মধ্যে বহুদিন পর স্বামীর ওপর অভিমান অনুভব করলেন তিনি।"[৭]

স্বামীর ওপর রোখসানার এই অভিমান আসলে তাঁর ভালোবাসার কথায় মনে করিয়ে দেয়। স্বামীকে সে আজও ভালোবাসে। অন্য এক নারীর আগমনে তা আরও একবার প্রকাশ পেয়ে গেল নিজের অজান্তেই। তাই নিজের স্বগতোক্তিতেই বলে ওঠে—

> "কেন হাবীব নীরবে সরে না থেকে রোখসানার পাশে দৃঢ় বলিষ্ঠটায় দাঁড়াননি। কেন বলেন নি, 'রোখসানা তোমার চিন্তাধারা তোমার উঁচুতে উঠবার অক্লান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি মানি না। তুমি শুধু আমার রোখসানা হয়েই থাক।"[৮]

দাম্পত্য সম্পর্ক যখন একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, সেখান থেকে সুস্থ সম্পর্কে ফিরে আসার যখন আর কোনও সম্ভাবনা নেই ঠিক সেই অন্তিম মুহূর্তে রোখসানার এই অনুভব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অনুশোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও সেটিই হয়েছিল। আসলে অনেক আগে তাদের বদলানো দরকার ছিল। সময় দেওয়ার দরকার ছিল একে অপরকে। কিন্তু জীবনে সাফল্য পাওয়ার লোভে কখন যেন তারা নিজের অজান্তেই চলে গেছে দূর থেকে বহুদূরে। ভেঙে গেছে দাম্পত্যের কাঠামো। তৈরি হয়েছে অবিশ্বাস।

আপাত অর্থে জীবনের সফলতার উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও রোখসানা চেয়েছিল তাঁর স্বামী হাবীবের সহচর্য। কিন্তু তাদের চিন্তা ভাবনা ও আদর্শের মধ্যে বিস্তর ফারাক তাদের সম্পর্ককে বদলে দিয়েছিল। হয়ে পড়েছিল একাকী। গ্রাস করেছিল শূন্যতা। জীবনে প্রতিষ্ঠার চাপ ও সফলতা রোখসানার শূন্যতাকে সাময়িক পূরণ করলেও হাবীব তাঁর শূন্যতাকে পূরণ করতে চেয়েছে অন্য কোনো নারীর সঙ্গলাভের মধ্যে দিয়ে। তাই সে বেছে নিয়েছে লীনাকে। আসলে রোখসানার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাফল্য হাবীবের আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছিল। করে তুলেছিল তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। মুখে কিছু না বললেও রোখসানার থেকে দূরে থেকে হাবীব খুঁজে পেতে চেয়েছিল বেঁচে থাকার এক অন্য রসদ, যা সে পেয়েছিল লীনার মধ্যে। কিন্তু দাম্পত্য সংকটের চূড়ান্ত সীমায় দাঁড়িয়েও, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস গড়ে উঠলেও একজন স্ত্রী হিসেবে রোখসানার পক্ষে এই দ্বিতীয় কোনও সম্পর্ককে মেনে নেওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না।

তাই শেষ পর্যন্ত তীব্র বিদ্বেষে, ক্ষোভে রোখসানা তাঁর স্বামীর প্রিয় কাঁঠাল গাছটিও কেটে ফেলতে চেয়েছিল। কারণ রোখসানার চোখে প্রতিহিংসার আগুন তখন এতটাই জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, সেই কাঁঠাল গাছের মধ্যেও দেখতে পেয়েছিল লীনা এজাজের শরীর। আসলে বিশ্বাসই হল দাম্পত্যের মূল কাঠামো। আর এই বিশ্বাস তৈরি হয় ভালোবাসা থেকে। কিন্তু সেই ভালোবাসা যখন পরিণত হয় ক্ষোভে, তৈরি হয় অবিশ্বাস, তখন দাম্পত্যের মূল কাঠামোটি ভেঙে পড়তে আর সময় লাগে না। রোখাসানা ও হাবীবের দাম্পত্যের সম্পর্কেরও আজ সেই পরিণতি। এপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নাম করা যায়। যেখানে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনে অযাচিতভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে রোহিণীর। গোবিন্দলাল আকৃষ্ট হয়েছে রোহিণীর প্রতি। ফলে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের নিরবিচ্ছিন্ন যে সুখের সংসার তা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

সুতারাং, একদিকে রোখসানার সঙ্গে তাঁর স্বামী হাবীবের চিন্তা ভাবনার পার্থক্য, আদর্শগত মতভেদ যেমন পরস্পরকে মানসিকভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তেমনি করে তুলেছিল নিঃসঙ্গ। আর এই নিঃসঙ্গতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল অন্য এক নারী - যার নাম লীনা। ফলে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের যেটুকু অবিশিষ্ট ছিল তাও হয়ে পড়েছিল গভীর সংকটাপন্ন। রোখসানা ও হাবীবের মধ্যে ডির্ভোস হয়তো হয়নি, ছেড়ে চলে যায়নি একে অপরকে। কিন্তু ভাঙন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা আর কিছুতেই জোড়া লাগানো সম্ভব ছিল না। একই ছাদের তলায় থাকলেও তাঁদের কিন্তু আর আগের মতো সুখী বিশ্বস্ত দাম্পত্য জীবনযাপন সম্ভব হবে না। লীনা এজাজের উপস্থিতি তাঁদের চিরকাল অস্বস্তিতে রেখে দেবে।

তিন

দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি - দাম্পত্য সংকটের এই চেনা ছকের বাইরে গিয়েও যে গল্প লেখা যায় তার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল রিজিয়া রহমানের 'বিন্দু এবং বৃত্ত' গল্পটি। গল্পটিতে দেখানো হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর সেই সম্পর্ককে যা সম্পূর্ণ প্রণয়হীন, পারস্পরিক বিশ্বাস যেখানে প্রায় নেই বললেই চলে। পাশাপাশি রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অভিমান, আবেগ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অহংকার, জটিল-কুটিল নানা দ্বন্দ্ব, পাপ-তাপ, দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রভৃতি বিষয়গুলিও যেগুলির কারণে নারী-পুরুষের সুখময় দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। আর এখানেই নষ্ট দাম্পত্যের উপস্থিতি।

মুনওয়ার ও শায়লা এই দুই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই গল্পের আখ্যান। কিন্তু এখন তারা নামেই স্বামী-স্ত্রী। এর বাইরে এদের কোনো মনের আকর্ষণ নেই। উৎশৃঙ্খল জীবনযাপন তাদেরকে আজ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে এনে দাঁড় করিয়েছে। তৈরি হয়েছে অবিশ্বাস। আর ঘৃণা। কিন্তু কেন? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের প্রবেশ করতে হবে গল্পের আরও গভীরে।

গল্পে দেখা যায় এক গভীর রাতে শায়লা পার্টি থেকে ফিরছে মদ্যপ অবস্থায়। মুনওয়ার বিছানা থেকেই শুনতে পেল সবকিছু। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে মুনওয়ারের ঘরে গেল শায়লা। ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে প্রশ্ন করে শায়লা – "ঘুমোও নি?"।[৯] উত্তরে মুনওয়ার জানায় তার ঘুম আসছে না। এরপর চলে দীর্ঘ কথোপকথন। তাদের সংলাপগুলি এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক - যা থেকে তাদের মনের বিচিত্র গতিবিধি এবং সম্পূর্ণ প্রণয়হীন ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের সম্পর্কটা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না।

"আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—রাতে খাবে না?

মুখ তুলল শায়লা—তুমি বুঝি জানতে না, একটা ডিনার পার্টি ছিল আজ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বলতে ইচ্ছা হলো—তোমার অনেক কিছুই এখন আমি জানি না, তুমি জানাও না, জানাতে পছন্দ কর না, বলালাম না, শুধু বললাম—ওঃ।

অ্যাশট্রেতে আধ-খাওয়া সিগরেট পিষে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শায়লা, ঝকঝকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে—আমার সব ব্যাপারে তুমি এত কোল্ড কেন বল তো?

এই মুহূর্তে শায়লার মুখে ঝাঁজাল অ্যালকোহলের গন্ধ পেলাম, মুখ ফিরিয়ে শীতল কণ্ঠেই বললাম—তুমি এখন স্বাভাবিক নও, এসব কথা যাক, তাছাড়া আমাদের সেই আগের সম্পর্ক কি আর আছে?

ক্ষেপে উঠল শায়লা—সম্পর্কটা আর আগের মতো কেন নেই, প্রশ্নটা নিজেকেই কর মুনাওয়ার।... তোমাকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।

শায়লার জ্বালা আমাকে স্পর্শ করে না, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলি—তোমাকে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, ঘৃণা করার অধিকারটা ওর মধ্যেই হয় তো ছিল।

--স্বাধীনতা আমাকে?

শব্দ দু'টো এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল শায়লা, যেন ওগুলো ঘৃণারই প্রতিশব্দ।

জ্বলন্ত গোলার মতো ছিটকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে চলে গেল শায়লা। জ্বলুক শায়লা, জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যাক আমার কী এসে যায় তাতে। সাইড টেবিলের আলোটা নিভিয়ে দিলাম। চোখ বন্ধ করলাম, আমি এখন ঘুমুতে চাই। কিন্তু ঘুম কোথায়! আমাদের দু'জনকেই ঘুমের বড়ি খেটে হয়। ভীষণ টেনশনের জীবন আমাদের।"[১০]

কিন্তু কেন এই টেনশন? কেন এই ঘৃণা? এবার আমরা সেটাই খোঁজার চেষ্টা করব।

আমরা দেখি মুনওয়ার একজন স্বার্থান্বেষী ও অর্থলোভী মানুষ। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নামীদামী ব্যক্তিদের তুষ্ট করতে স্ত্রীকে এগিয়ে দিতেও তার বাধে না। টাকাই তার কাছে সবকিছু। একদিন বলেও ফেলেছিল –

> "এ লাইনে সুন্দর বউ থাকাটা এক বিরাট লাভ।"[১১]

কত নিষ্ঠুর, লোভী মানুষ হলে এরকম কথা বলতে পারে মানুষ। তাই তার নিজের পার্টিতে সুন্দরী স্ত্রীকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যায় মুনওয়ার। গল্পকারের ভাষায়—

> "মুনওয়ার নিজেই শায়লার পোশাক বের করে দিল। ব্রা ধরনের স্লিভলেস এক ডজন ব্লাউজমুনওয়ারই দর্জি দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছে। সেখান থেকেই ব্লাউজ বেছে দিল।"[১২]

কী সাংঘাতিক, নিষ্ঠুর মনের পরিচয়! ব্যবসায়িক স্বার্থে নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে মিশতে দিতেও তার বাধে না। মুনওয়ারের এই আচরণে -

> "ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় শরীর ঘুলিয়ে উঠেছিল শায়লার, লোকটাকে অর্থ-লোভী মানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি।"[১৩]

কারণ মুনওয়ারের কাছে শায়লার যেন কোনও দাম নেই। সে যেন একেবারে মূল্যহীন। সে শুধুমাত্র তাঁর স্বামী মুনওয়ারের বিছানার পুতুল, পার্টিতে সঙ্গ দেবার পুতুল, পার্টিতে মুনওয়ারের গ্ল্যামার ও ব্যবসায় লাভ বাড়ানোর সাজ সরঞ্জামমাত্র। এর বাইরে শায়লার কোনও অস্তিত্ব নেই। এই উপলব্ধিই শায়লার সত্যিকারের মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল। জন্মেছিল মুনওয়ারের প্রতি তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ। এ প্রসঙ্গে রমাপদ চৌধুরীর 'চড়াই' উপন্যাসের নিরূপা ও অবনীর দাম্পত্য সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে স্বামী অবনীকে ভালোবেসে নিরূপা তাঁর ব্যস্ততার উপদ্রব, ধাপে ধাপে উন্নতি, পার্টিতে যাওয়া, সাজপোশাক সমস্তই মুখ বুঝে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যখনই সে বুঝতে পারল যে স্বামীর কাছে তার কোনও মুল্য নেই, সে অবনীর সঙ্গ দেবার পুতুল মাত্র তখনই স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাস ও ভালোবাসা মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে। নিরূপা অনুভব করে যে সে এতদিন একটা মিথ্যে পৃথিবীতে বাস করেছে, যেখানে তাদের দুজনের মেলবার মতো কোনও জায়গা আর অবশিষ্ট নেই। মুনওয়ারের প্রতি শায়লার এই ক্ষোভ জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। কারণ স্বামীর কাছে মূল্যহীন হয়ে থাকা কোনও স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব নয়। তাঁর ওপর মুনওয়ারের মত এই রকম স্বার্থপর, লোভী ও ধূর্ত মানুষের কাছে তো নয়ই। ফলে এখান থেকেই তাদের মধ্যে শুরু হল দাম্পত্যের সংকট। সুখময় দাম্পত্যের জীবনে নেমে এল ঘোর অন্ধকার। অর্থাৎ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে মুহূর্তে মুনওয়ারের আসল স্বরূপটি শায়লার সামনে উন্মোচিত হল সেই মুহূর্তে স্বামীর প্রতি গভীর ঘৃণা, বিদ্বেষ অনুভব করল সে। ভেঙে পড়ল তাঁর স্বপ্ন, বিশ্বাস সবকিছু। আহত ফণিনীর মতো তাঁর মনে জন্ম নিল এক প্রবল প্রতিশোধস্পৃহা।

গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ঘটনায় আবার ফিরে আসে শায়লার বর্তমান সময়। স্বামীর দ্বারা ভোগ্যপণ্য হতে হতে আজ সে ক্লান্ত। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে শায়লা আজ হয়ে উঠেছে 'জাত ফ্লার্ট'। তাই তার চোখে আজ জ্বলে উঠেছে প্রতিহিংসার আগুন। সে বলে—

> "মাঝে মাঝে সারা পৃথিবীকে জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছা করে আমার, আমি একাই কেন জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাব!
>
> আমাকে ঘিরে এমন অগ্নি-আকর্ষিত পতঙ্গের মতো অনেক পুরুষের ভিড়। ওদের কাউকেই কিন্তু আমি পছন্দ করি না, বিশ্বাসও করি না। আমি জানি—ইমরান, কবীর, হাফিজ ওরা কেউ আমার বন্ধু নয়, নারী দেহলোভী ফুর্তিবাজ পুরুষমাত্র। আর এই লোকটা? ঘরের বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে! আমার সব জ্বালা যে নির্বিকারে উপেক্ষা করছে! ওর কি কোনোই আকর্ষণ নেই আমার প্রতি? ও না কি পছন্দ করেছিল আমাকে! প্রথম দৃষ্টিতেই নাকি আমার জন্য উথলে উঠেছিল প্রেম! হাসি পাবার মতো ব্যপারই। আমি রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ছিলাম, সেই সব পরিবারের মেয়েদের মতো আমিও বিয়ের বন্ধনের মাঝে স্বামী চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম নিশ্চিন্তে নির্ভর করার মতো বিশ্বস্ত পুরুষ।
>
> ও কি সেটা দিয়েছে, দিতে চেয়েছে কখনো?"[১৪]

না পাওয়ার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে শায়লার জীবন কেটেছে। আর এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পেতে সে হাতে তুলে নিয়েছিল মদের গ্লাস। যদিও এই অভ্যাস তার এসেছিল মুনওয়ারের চাপে বিভিন্ন নামীদামী ব্যক্তিদের খুশি করার সময়েই। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের সংকটের চূড়ান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে শায়লার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই অমোঘ সত্য কথাগুলি -

> "ভরা গ্লাস হাতে নিয়ে তাকালাম দূরের আকাশে। আমি কি কোনোদিন ভেবেছিলাম, পান আসক্ত অ্যালকোহলিক স্ত্রীলোকদের মতো গভীর রাতে একা একা মদ খেতে হবে আমাকে! অথচ বিয়ের আগে কখনো মদ চোখে দেখিনি। মদ খাওয়া লোক মানেই ভাবতাম মাতাল, খারাপ। আশ্চর্য, কত না-চাওয়া ঘটনাও মানুষের জীবনে ঘটে।"[১৫]

স্বামীর নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার কাছে সবকিছু বিলিয়ে দিতে হয়েছে শায়লাকে। সে অনুভব করতে পেরেছে সে একটা মিথ্যার পৃথিবীতে বাস করছে - যেখানে কোনও চাওয়া-পাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

গল্পের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আবার দেখা যায় ফ্ল্যাশব্যাক। শায়লাকে নিয়ে পার্টির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে মুনওয়ার। এমনকি পার্টিতে গিয়ে যখন একজন কুৎসিত লোক শায়লার প্রতি লোভী দৃষ্টিতে চেয়েছিল, শায়লাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত গিলে খাচ্ছিল, শায়লার ফরসা নিটোল বাহুতে গিরগিটির মতো কর্কশ চামড়া ঢাকা হাত দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল তখন এই সব কিছু দাঁতে দাঁতে চাপে সহ্য করেছিল শায়লা। কিন্তু এত কিছু দেখেও মুনওয়ার তাকে অগ্রাহ্য করেছিল। এমনকি সেই লোকটি শায়লাকে মদ খেতে অনুরোধ করলে শায়লা তাতে আপত্তি জানালেও কোনো কাজ হয়নি। মুনওয়ারের চাপে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে বাধ্য হয়েছিল শায়লা। ফেরার পথে শায়লার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে –

> "তোমার কি একবারও মনে হয়নি, আমি তোমার স্ত্রী।"[১৬]

তখন মুনওয়ার এই কথাগুলিকে 'বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট' বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা যে চিরকাল অবহেলিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে আসছে এখানেও তা প্রমাণিত। নিজের স্বার্থে স্ত্রীকে পণ্য বা বাজারি করে তুলতেও তাঁর স্বামী মুনওয়ারের বাধেনি। সে কেবলই চেয়েছে নিজের সাফল্য। স্ত্রীর ব্যক্তিগত মতামত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা গুরুত্ব না দিয়ে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে মুনওয়ার। শায়লাকে ব্যবহার করে নিজের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

শায়লা চেয়েছিল সত্যিকারের ভালোবাসা। ভেবেছিল কবীর তাঁকে তা দিতে পারে। কিন্তু কবীরের কাছ থেকেও যখন সে প্রত্যাখ্যাত হল, তখন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই কথা—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "বুঝেছি, বন্ধুত্ব নয়, প্রেম নয়, তোমরা চাও স্বর্ণহংসীটি মুনওয়ারের হাত ছেড়ে তোমাদের সবার হয়ে থাক। তাকে ভাড়া করে তোমরা ব্যবসার কাজে খাটাবে।"[১৭]

যদিও পরে কবীরের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব হয় শায়লার। সে বুঝতে পারে –

> "ভালোবাসা কোথাও নেই। ওটা প্রতারকের সম্পত্তি।"[১৮]

এই উপলব্ধি তাকে তার দাম্পত্য সম্পর্কের একেবারে শেষ সীমায় এনে দেয়। কারণ জীবনযুদ্ধে সে আজ পরাজিত। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে সব পুরুষই আসলে একই। স্বামী যেমন তাঁকে নিজস্বার্থে ব্যবহার করেছে, তেমনি অন্য পুরুষরাও তাঁকে একইভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। সকলেরর নজর তাঁর শরীরের দিকে, হৃদয়ের ভালবাসায় নয়। গল্পকার রিজিয়া রহমান আসলে পুরুষের আসল স্বরূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

গল্পের একদম শেষ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের মুখোশটি সম্পূর্ণরূপে খসে পড়ে। "ভালোবাসা যে কোথাও নেই, ওটা যে প্রতারকের সম্পত্তি"[১৯] - তা আরও একবার প্রমাণিত হয়। গল্পে দেখা যায়, মুনওয়ার ও শায়লা গাড়ি করে একসঙ্গে এক আত্মীয় বাড়ির পারিবারিক অনুষ্ঠানে যাচ্ছে। অবশ্য এই একসাথে যাওয়ার বিষয়টিও শায়লা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, যা থেকে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের অবস্থানটিকে সহজেই বুঝে নেওয়া যায়—

> "এসব ক্ষেত্রে এক সঙ্গেই যেতে হয়। যদিও আত্মীয় মহলে আমাদের দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে কানা ঘুষোর অন্ত নেই। তবু আমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে ভুল করে না, হয় তো মুনাওয়ারের টাকার ওজনের কারণেই। আইনত স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কারণে অথবা ভণ্ডামিতে পারদর্শিতা দেখানোর জন্য আমরা এইসব মহলে আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকি। সেই ভূমিকাটিতে অভিনয়ের জন্য চলেছিল যেন। গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। পাশাপাশি বসেছি আমরা দু'জন। একেবারেই নীরব, যেন চিনি না কাউকে।"[২০]

সত্যি কী সুন্দর অভিনয়! দাম্পত্য সম্পর্ক কোন অবস্থায় নামলে এরকম হতে পারে তার প্রমাণ এর থেকে ভালো বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এর পরেই আসে এক চমক। মানিক মিয়া এভিনিউ'র কাছে আসতেই বন্ধ হল গাড়ি। বিরক্ত মুনওয়ার গাড়ি থেকে নামতেই একটা হালকা ছায়ামূর্তি এসে নীচু কণ্ঠে প্রশ্ন করল—

> "লাগবে স্যার? একেবারে ফ্রেশ, কলেজের ছাত্রী। তুলে দেব গাড়িতে?"[২১]

ঠিক এই সময় একটি গাড়ির আলো এসে পড়ল সেই লোকটি ও তার পেছনে থাকা একটি মেয়ের গায়ে। যারা আসলে শায়লার স্বপ্নে দেখা জেব্রা ক্রসিঙের সেই নায়ক-নায়িকা। মুহূর্তের মধ্যে মুনওয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার ওপর। চড় মারতে থাকে এলোমেলো। লোকটি মিনতির সুরে জানায়—

> "ছেড়ে দ্যান স্যার। ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দেন। আমি দালাল না স্যার। চাকরি করে খাই। বিশ্বাস করেন স্যার ও আমার কলমা পড়ে বিয়ে করা স্ত্রী। ... কী করব। স্যার। যা রোজগার করি পেট ভরে খাওয়া হয় না। বাজারে আগুন, তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি। বাড়িওয়ালা ঘরের জিনিস আটকে দিয়েছে।"[২২]

কিন্তু তবুও মুনওয়ার দুহাত চেপে পাগলের মতো ঝাঁকুনি দিতে থাকে লোকটাকে। বলতে থাকে –

> "বল কেন? কেন ওকে নামিয়েছিস ব্যবসায়?"[২৩]

মুনওয়ারের অভাবনীয় আচরণে বিবর্ণ কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সেই তরুণীটি। কিন্তু শায়লা এইসব কিছুই দেখতে পায় না, শুনতে পায় না। সে শুধু দেখে কালো হলুদ ফাঁদে আটকে পড়া দুটি সবুজ পাখি নীরবে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

'গল্পের শেষ অংশটি খুব আকর্ষণীয়। দেখা যায় আচমকা হাসতে শুরু করে শায়লা। গল্পকারের ভাষায় -

> "হাসিটা থামে না, ক্রমে আর্তচিৎকারে তীক্ষ্ণ ধারাল শব্দ হয়ে যায়। সে শব্দে কেঁপে ওঠে মুনাওয়ার, দালাল, ড্রাইভার আর সেই কাঠের পুতুল।"[২৪]

শায়লার এই আর্তচিৎকার আসলে তারই অন্তিম পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ স্বামীর ব্যবসায় নিজের দেহকে সঁপে দিয়ে আজ সে সর্বস্বান্ত। স্বামী তাঁকে ব্যবসায় লাভের জন্য পণ্যসামগ্রী ছাড়া আর কিছু মনে করেনি। আর এইভাবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পণ্য হতে হতে সে একদিন হয়ে উঠেছে 'জাত ফ্লার্ট'। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে শায়লা ভেবেছিল সুখ শান্তিতে স্বামীর ঘর করবে। কিন্তু সে সুখ তার কপালে আসেনি। তাই বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামীর ব্যবসার কারণে তাঁকে হাতে তুলে নিতে হয়েছে মদের গ্লাস, সঙ্গী হতে হয়েছে পরপুরুষের। তাই শেষ মুহূর্তে তার জীবন হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ। সবাই চেয়েছে তার দেহ, কেউ ভালোবাসিনি তাঁকে। এমনকি রাস্তায় দেখা সেই মেয়েটির অবস্থাও আজ তারই মতো। স্বামীর ইচ্ছাতেই সে আজ হয়ে উঠেছে পণ্য, সকলের ভোগের সামগ্রী। পুরুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার শিকার হয়েছে তারা আজ দুজনেই।

গল্পটির মধ্যে পুরুষের ক্ষমতা ও তাঁর দম্ভের কথা অকপটে প্রকাশ পেয়েছে। আসলে পুরুষেরা সর্বদা চাই নারীদের ওপর নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করতে। চাই জোর করে সবকিছু ছিনিয়ে নিতে। নারীদের চাওয়া পাওয়াকে হেলায় অবজ্ঞা করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা হয়ে ওঠে। তাঁদের মনে হয় –

> "পুরুষ হল ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব ও গৌরব কিন্তু মহিলারা পুরুষের গৌরব। কারণ পুরুষ স্ত্রীলোকের নয় বরং স্ত্রীলোক পুরুষের।"[২৫]

মুনওয়ারের মন্তব্যেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য রিজিয়া রহমানের 'সবুজ পাহাড়' (১৮৯৫) উপন্যাসটি, যেখানে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের ছাপ। পুরুষ যে নারীকে কখনোই তার সমকক্ষ বলে মনে করে না তারই প্রমাণ এই উপন্যাস।

শায়লার প্রতি নজর না দিয়ে, তাঁকে অসম্মান করে স্বামী মুনওয়ার তাদের সম্পর্ককে করে তুলেছিল দুর্বিষহ। তাদের সম্পর্কের মধ্যে ছিল না কোনো প্রণয়, ছিল কেবল পারস্পরিক অবিশ্বাস, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অহংকার আর ঘৃণা। ফলে তাদের সম্পর্কটি যে নষ্ট দাম্পত্যেরই এক রূপ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যাই হোক, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এক পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও এক তৃতীয়ের উপস্থিতি - দাম্পত্য সংকটের এই চেনা ছবির বাইরেও যে আরও অনেক কারণ হয়েছে এই গল্পটি তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

চার

দাম্পত্য সম্পর্কের যে সংকটের কথা এখানে উল্লেখ করা হল তাতে অনেকগুলি প্রশ্ন থেকে যায়। যেগুলির আমরা সঠিক কোনো উত্তর পায় না। যেমন— সবকিছু মেনে আর মানিয়ে চলার নামই কি দাম্পত্য সুখ শান্তি? সহাবস্থান? মুখ বুজে সকলের পক্ষে সব কি মেনে নেওয়া সম্ভব? শায়লা তো অনেক কিছুই মেনে নিয়েছিল। করেছিল শুধু মৃদু প্রতিবাদ। স্বামীর কথায় পরপুরুষের মন ভোলাতে তো কখনো পিছপা হয়নি, তাহলে তাদের জীবনে সুখ-শান্তি এলো কোথায়? রোখসানাও তো স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছিল, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে মেনে নিয়েছিল সবকিছু। তাই বলে সুখ পেয়েছিল কি? আসলে মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ায় কেবল দাম্পত্য সুখ-শান্তির পাথেয় হতে পারে না। হতে পারে 'Understanding' বা সমঝোতা, এর বেশি কিছু নয়।

সুতরাং, সুখী দাম্পত্য বলতে যা বোঝায়, যেখানে কোনো অশান্তি থাকবে না, দুঃখ থাকবে না, সর্বদায় সুখ, শান্তি বিরাজ করবে এমনটি কল্পনা করা বাস্তবে অসম্ভব। তবে আপাতভাবে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলায় দাম্পত্য জীবনের পাথেয় হওয়া উচিত।

পাঁচ

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, বিষয় বৈচিত্র্য, ভাষাশৈলী এবং চরিত্র চিত্রণের দিক থেকে রিজিয়া রহমানের গল্প অনন্য। একজন যথার্থ কথাশিল্পীর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। তিনি তাঁর গল্পের জন্য এমন কোনো বিষয় নির্বাচন করেননি যার স্থায়িত্ব কম। তাঁর গল্প শুধু আধুনিক নরনারীর এক ধরনের জলো পানসে দাম্পত্য সম্পর্কের কথায় বলে না, তাঁদের জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, লোভ-ক্ষোভ, পাপ-তাপ, জটিল-কুটিল নানা ঘটনা, আদিম যৌনতা, হিংস্রতা, ক্ষমতার অধিকার, মনের বিচিত্র গতিবিধি, নারী-পুরুষের ভিতরের আসল সম্পর্ক, নানা রকম সমস্যা ও তার গুঢ় রহস্যের কথাও বলে। সে কারণে তাঁর গল্পের চরিত্ররা হয়ে ওঠে অনেক বেশি প্রকট, বাস্তবমুখী এবং সমাজকেন্দ্রিক। হয়ে ওঠে আজকের নরনারী।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাই একথা বলা যায় যে, কেবল বাংলাদেশের ছোটগল্প নয় বৃহত্তর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় রিজিয়া রহমানের উপস্থিতি অতি উজ্জ্বল ও খুবই সুদৃঢ়।

Reference:

১. রহমান, রিজিয়া, 'গ্রহান্তরে', চার দশকের গল্প, ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০১
২. ঐ, পৃ. ১০১
৩. ঐ, পৃ. ১০১-১০২
৪. ঐ, পৃ. ১০২
৫. ঐ, পৃ. ১০৩
৬. ঐ, পৃ. ১০৩
৭. ঐ, পৃ. ১০৩
৮. ঐ, পৃ. ১০৪
৯. রহমান, রিজিয়া, 'বিন্দু ও বৃত্ত', চার দশকের গল্প, ঐতিহ্য, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২১
১০. ঐ, পৃ. ১২২
১১. ঐ, পৃ. ১২৪
১২. ঐ, পৃ. ১২৪
১৩. ঐ, পৃ. ১২৪
১৪. ঐ, পৃ. ১২৪-১২৫
১৫. ঐ, পৃ. ১২৫
১৬. ঐ, পৃ. ১২৭
১৭. ঐ, পৃ. ১২৯
১৮. ঐ, পৃ. ১৩০
১৯. ঐ, পৃ. ১৩০
২০. ঐ, পৃ. ১৩০
২১. ঐ, পৃ. ১৩০
২২. ঐ, পৃ. ১৩১
২৩. ঐ, পৃ. ১৩১
২৪. ঐ, পৃ. ১৩১
২৫. রাসেল, বার্ট্রান্ড, *ক্ষমতার ইতিবৃত্ত*, (ভাষান্তর - শেখ মাসুদ কামাল ও কাজী রেহানা মাসুদ), নান্দনিক, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- একুশে বইমেলা ২০১২, পৃ. ১৭৯

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

আনোয়ার, চন্দন (সম্পাদিত), এই সময়ের কথাসাহিত্য-১, অন্নপ্রাশন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ২০১৪

সহায়ক পত্রিকা :

সরকার, পুলককুমার (সম্পাদিত), *শুভশ্রী*, 'নষ্ট দাম্পত্য : বাংলা কথাসাহিত্যে', বিয়াল্লিশ বর্ষ, ১৪১০ : ২০০৩-২০০৪
আনোয়ার, চন্দন (সম্পাদিত), *গল্পকথা* (রিজিয়া রহমান সংখ্যা), গল্প ও গল্পভাষ্যের কাগজ, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৮, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, রাজশাহী, বাংলাদেশ।